

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থ





# আহ্নিক

জগন্নাথ প্রসাদ দাস







# আহ্নিক

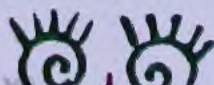


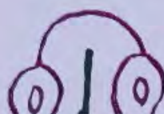














জগন্নাথ প্রসাদ দাসের জন্ম হয়েছিল ওড়িশার পুরী শহরে ১৯৩৬ সনে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করার পর তিনি আই. এ. এস-এ যোগ দেন। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি ও চর্চায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করার জন্যে তিনি চাকুরি থেকে অনেক আগেই অবসর গ্রহণ করেন।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম পুরুষ' (১৯৭১) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুলভাবে প্রশংসিত এবং পরে হিন্দি ও ইংরাজীতে অনূদিত হয়। এর পরের দুটি কবিতা সংগ্রহও — 'অন্য সব মৃত্যু' ও 'যে যাহার নির্জনতা' — পাঠকের সমাদর লাভ করে। তাঁর বেশ কয়েকটি নাটক দেশের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয় এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শন দ্বারাও প্রচারিত হয়। জগন্নাথ প্রসাদের ইংরাজী কবিতা সংকলনগুলির মধ্যে First Person, Love is a Season, Before the Sunset এবং The Underdog উল্লেখযোগ্য।

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

এই পুস্তকের অন্তঃপ্রচ্ছদে আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত একটি ভাস্কর্যের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। নাগার্জুনকোণ্ডার এই ধ্বংসাবশেষ এখন নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এ রক্ষিত। এই ভাস্কর্যের বিষয়: রাজা শুদ্ধোদনের রাজসভায় তিনজন জ্যোতিষী ভগবান বুদ্ধের জননী মায়াদেবীর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। জ্যোতিষীদের আসনের তলায় বসে করণিক তাঁদের বক্তব্য লিখে চলেছেন। অনুমান এটি ভারতে লিখনকলার প্রাচীনতম চিত্ররূপ।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থ

# আহ্নিক

জগন্নাথ প্রসাদ দাস

অনুবাদ

মঞ্জুলা চক্রবর্তী



সাহিত্য অকাদেমি

*Ahnika* : Bengali translation by Manjula Chakravarty of Jagannath Prasad Das's Akademi award-winning Oriya poetry-collection *Ahnika*. Sahitya Akademi, New Delhi, 1994. Price: Rs 40



ISBN 81-7201-592-5

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ্ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

বিক্রয় কেন্দ্র :
'স্বাতী', মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১

আঞ্চলিক কার্যালয়
জীবনতারা ভবন, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
গুণ ভবন, তৃতীয়তল, ৩০৪-৩০৫ আন্না সলাই, তেয়নামপেট, মাদ্রাজ ৬০০ ০১৮
১৭২ মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই ৪০০ ০১৪
এডিএ রঙ্গমন্দির, ১০৯ জে. সি. রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০২

মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রক:
পেলিকান প্রেস
৮৫ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

# ভূমিকা

জগন্নাথ প্রসাদ দাস কেবল ওড়িয়া সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবিই নন, তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, গল্প ও উপন্যাস লেখক এবং চিত্রকার। কলা ইতিহাসে তিনি পি. এইচ. ডি করেছেন। সাহিত্য এবং কলা ছাড়াও চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁর গভীর রুচি। রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র সমারোহ এবং অন্তরাষ্ট্রীয় শিশু চলচ্চিত্র সমারোহের জুরী সদস্য ছিলেন। ড: দাস ১৯৮৪ সনে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা (আই. এ. এস) থেকে স্বেচ্ছায় আগাম অবসর নিয়ে তাঁর পুরো সময় সাহিত্য ও কলার সেবায় সমর্পণ করেছেন। তাঁর আটটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯০ এ প্রকাশিত 'আহ্নিক' কবিতা সংকলনটি এদের মধ্যে ষষ্ঠ।

'আহ্নিক' কবিতা সংকলনটিতে কিছু কবিতা আছে যেমন 'ভুবনেশ্বর', 'পুরী', 'গোপবন্ধু', 'নবগুঞ্জর', 'কলাহাণ্ডি' ও 'বালিয়াপাল' যেগুলিতে কিছু স্থান কাল পাত্র ও পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ আছে যা ওড়িশার বাইরের লোকদের অজানা। এগুলি সম্বন্ধে কিছু তথ্য না দিলে অনেক কবিতাই ওড়িশার বাইরের পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য বলে গণ্য হবে। এই কারণে কয়েকটি বিষয়ে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হোল।

বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ঘটনাপঞ্জী (ক্রনিকেল) মাদলা পাঁজি নামে পরিচিত। অরুণস্তম্ভ হোল মন্দিরের সামনের স্তম্ভ। রথযাত্রার সময় যে রাস্তায় রথ চালানো হয় তার নাম বড়দাণ্ড। মুক্তিমণ্ডপ এ ব্রাহ্মণরা একত্রিত হয়ে সামাজিক ও দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে রায় দেন। ওড়িশার হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে স্বর্গদ্বার এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলে আত্মার মুক্তি হয়। পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাস দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই জগন্নাথ ওড়িশার অতীতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। ওড়িশার রাজা পুরুষোত্তমদেব সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে যে পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীর রাজার কাছে হেরে গিয়ে জগন্নাথের শরণাপন্ন হন। তখন জগন্নাথ ও বলভদ্র কালো-সাদা ঘোড়ায় চড়ে ওড়িশার রাজার জন্য যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে জয়ী করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা সারলা দাসের মহাভারতে অনেক কথা-কাহিনী আছে যেগুলি ব্যাসদেবের মহাভারতে পাওয়া যায়না। এমনই একটি বিষয় হচ্ছে নবগুঞ্জর। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে নবগুঞ্জর রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। নবগুঞ্জর একটি বিচিত্র প্রাণী যার শরীর আটটি আলাদা আলাদা প্রাণী ও পাখীর শরীরের কিছু কিছু অংশ দিয়ে তৈরী এবং ডানদিকের সামনের পাটি হচ্ছে পদ্মফুল ধরে থাকা ওপরে ওঠানো একটি নারীর হাত। ওড়িশার লোক চিত্রকলায় নবগুঞ্জর একটি জনপ্রিয় বিষয় (মোটিফ)।

ওড়িশার নাবিকদের বালিদ্বীপে বাণিজ্য করতে যাওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করে এখনও প্রতিবছর কটক শহরে বালিযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। ওড়িশার সব চাইতে বড় নদী মহানদী কটক শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কাঠজোড়ি নদী মহানদীর যে অংশ থেকে

শাখানদী হিসেবে বার হয়েছে, সেই জায়গাতেই কটক শহর অবস্থিত।

ওড়িশার সম্বলপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কলাহাণ্ডি জেলা। কলাহাণ্ডি থেকে প্রায়ই অন্নাভাবে মৃত্যুর খবর আসে। বালিয়াপাল ওড়িশার একটি অতি উর্ব্বর ও সবুজ অঞ্চল যেখানে সরকার একটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু বালিয়াপালের কঠোর পরিশ্রমী চাষীরা এ ব্যাপারে সমানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

'পদ্মাবতীচরণ চারণ চক্রবর্তী' কবি জয়দেব সুললিত সংস্কৃতে তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করেছিলেন। এই সংকলনের গীতগোবিন্দ কবিতার বহু শব্দচয়ন জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটিকে পটভূমিতে রেখে করা হয়েছে। এই কথা মনে রেখে কবিতাটি পড়লে এর রসোদ্ধার করা অনেক সহজ হবে।

পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস ওড়িশার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাঁর নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য গোপবন্ধু ওড়িশায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তমাল, বকুল ও 'ছুরীঅনা' ফুলে সুশোভিত একটি আশ্রম বিদ্যালয় তিনি স্থাপনা করেন। গোপবন্ধুর একটি দেশাত্মবোধক কবিতার কয়েকটি লাইনের অনুবাদ নীচে দেওয়া হোল।

আমার দেহ মিশে যাক
এই দেশের মাটিতে
আমার পিঠের ওপর দিয়ে
চলে যাক আমার দেশবাসী
স্বরাজ্য পথের প্রতিটি গর্ত
বুজে যাক
আমার মাংস ও হাড়ে

দেশপ্রেমী কবি গোপবন্ধুর এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে 'গোপবন্ধু' কবিতাটি পড়লে তার অর্থ সহজে বোঝা যাবে।

জে. পি. দাসের কবিতা সংকলন 'আহ্নিক' এর বাংলা অনুবাদ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সাহিত্য একাদেমির কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বাঙালী পাঠক চিরকালই প্রতিবেশী রাজ্যের সাহিত্যচিন্তা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। অনুবাদে কোন ভাষারই রস পুরোপুরি পাওয়া যায়না; তবে ক্রিয়াপদ বাদ দিলে ওড়িয়া ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য এতই বেশী যে বহু কবিতার অনেক লাইন বাংলাতেও প্রায় একইরকম রাখা সম্ভব হয়েছে। এই অনুবাদ থেকে বাঙালী পাঠক যদি ওড়িয়া কবিতার ধারা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করে তার রস আস্বাদন করতে পারেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

অনুবাদিকা

# সূচীপত্র

# সম্রাট

শেষবারের মত তোমার রাজপ্রাসাদ
পরিক্রমা করে নাও সম্রাট
ইতিহাসের এই মধ্যান্তরে
রাস্তায় দাঁড়ানো
অশান্ত জনতার সময়
তোমাকে গ্রাস করেনেবার পূর্বে

এবার মনে করে নাও
কবে তোমার অভিষেক হয়েছিল
কতদিনের শাসনকাল ছিল তোমার
কত হত্যা আর লুণ্ঠন
কত রক্তপাতের ভেতরে
রাজতিলক থেকে অপমৃত্যু
সিংহাসন আর অন্তঃপুরের ব্যবধানে

এখানে আর কি দেখবে
তোমার ভাণ্ডার তো খালি
তোমার রাজকোষ তুমি নিজেই লুটে নিলে
তোমার প্রমোদ উদ্যান
জ্বলে পুড়ে ছারখার
সেই কুমারীদের দীর্ঘশ্বাসে
নিজের নপুংসকতা অপ্রমাণ করার চেষ্টায়
তুমি যাদের অপহরণ করেছিলে
পিঞ্জরের ভেতর তোমার প্রিয় পক্ষীর শব
তোমার হাতের স্পর্শে যার মৃত্যু হয়েছিল

তোমার অস্ত্রাগারের বর্শাগুলোকে দেখ
মনে আছে এগুলি জঙ্গলের গাছ ছিল
মেঝেতে ইতস্তত: পড়ে থাকা পাশ্যাকাঠি

এসব শহীদদের ভাঙ্গা হাড়
তাকের ওপর করোটি হাসছে দেখ
এ ছিল তোমার বিদূষক
তুমি দিয়েছিলে যার
শিরচ্ছেদের আদেশ

এবার চলে যাও তোমার
দরবার থেকে অন্ত:পুরে
বর্শার জঙ্গল অতিক্রম করে
শহীদদের রক্ত এড়িয়ে
শিরস্ত্রাণ আর জয়মাল্যের ভস্ম দিয়ে
পতাকা আর রণভেরীর ধ্বংসাবশেষে

রাজজ্যোতিষীর গণনা প্রমাদে
তোমার দিগ্বিজয়ের আশা
চূরমার হয়ে গেছে
তোমার অশ্বমেধের ঘোড়া
হোঁচট খেয়ে পড়ে মরে গেল
তোমার সাম্রাজ্যের বিবদমান সীমান্তে

তুমি অবৈধ ও জারজদের হত্যা করে
সিংহাসনে আরোহণ করেছিলে
কিন্তু তোমার বংশবৃক্ষ নিশ্চিহ্ন
কারণ তোমার একমাত্র উত্তরাধিকারী
যে তোমার দেহরক্ষীর ঔরসে জন্ম নিয়েছিল
তাকে তুমি হত্যা করিয়েছিলে

তোমার উচ্ছিষ্টে পরিপালিত জীবনীকার
পক্ষাঘাতগ্রস্ত হোল
তোমার মন্ত্রী আর পারিষদ তোমাকে ছেড়ে
নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের
উপনিবেশ সন্ধানে বেরিয়ে গেল

তোমার সৈন্যেরা আশ্রয় নিল
যুদ্ধখোরদের অস্ত্রাগারে
তোমার পাটরাণী এখন
কুষ্ঠরোগীদের বস্তিতে দেহজীবী

আর কি লাভ
পেছনে তাকিয়ে সম্রাট
এবার চলে যাও
তুমি আর তোমার সাম্রাজ্য
চলচ্চিত্র থেকে বিস্মৃত হয়ে যাবার পূর্বে
রাণীমহলের চোরা কবাট দিয়ে
চলে যাও ইতিহাসের অন্ধগলির ভেতরে
জঙ ধরা মুকুটকে
দ্বারপালের ভিক্ষা থালিতে রেখে দিয়ে

# মহাভারত

ছদ্মবেশ নিয়ে আজীবন
অজ্ঞাতবাসে থাকা যায়না
আবার ফিরে আসতে হয়
আপন আপন কর্মভূমিতে

নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়
কারণ যুদ্ধ এখানে অনিবার্য
এবং সবাইকে
কোন না কোন পক্ষ নিতেই হয়

এখানে জীবনের মহাকাব্যে
সব কিছু লিপিবদ্ধ
সাম্রাজ্য আর ক্ষমতার জন্য
নির্বাচনের কপট পাশা
ভূমিহীনের জন্য ভূসংস্কার আইন
সূচ্যগ্র পরিমিত মেদিনী
হরিজন বস্তীর লাক্ষাগৃহ
খেত আর কারখানার রণাংগন
অভাব আর দারিদ্র্যের ব্যূহ
প্রতিপক্ষের অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র
এবং নিম্নবর্গের
বিবস্ত্র অসহায়তা

কোন নৈতিকতা নেই
কূটনীতির বিচার বিনিময়ে
বৃদ্ধরা যাচনা করেন
যৌবনের উত্তরাধিকার
মান সম্মান সমর্পিত হয়ে যায়
অনুচিত প্রতিশ্রুতি পূরণে

সভাগৃহে বলাৎকার হয়
সাক্ষী অন্ধ হয়ে যায়
সতীত্ব বিভাজিত হয়
এখানে কামান্ধতা সর্বস্বীকৃত
নারী কেবল এক গর্ভাশয়
শঠতা দৈনন্দিন ঘটনা
এবং পরাক্রমই অধিকার

প্রাত্যহিক ধর্মক্ষেত্রে
সাইরেনের শঙ্খধ্বনি
যুদ্ধ আরম্ভের সূচনা দেয়
সূর্যাস্ত তার পরিসমাপ্তি নয়
পুনঃ রণসজ্জার প্রস্তুতি মাত্র
এই যুদ্ধের কোন নীতি নিয়ম নেই
কেবল পরাজিত হওয়াই অধর্ম

# ক্রান্তি আসছে

গণকেরা গ্রহনক্ষত্র দেখে
সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন
এবং গুরুজনদের
আশীর্ব্বাদ পাওয়া গেছে
ক্রান্তি নিশ্চয়ই আসবে

বিধানসভায়
এই সম্পর্কে প্রস্তাব
সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে
এবং অনুমতিপত্র
পাওয়া গেছে
সরকারী কাগজে
বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে দেখ
ক্রান্তি আসছে
ক্রান্তি আসছে

ন্যায়াধীশেরা
তাঁদের কলমের একটানে
দারিদ্র্যকে নির্ব্বাসিত করে দিলেন
অর্ডিনান্স এর বলে এখন
দেশের উৎপাদন
তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে

নদী নালাগুলিতে
দুধ আর মধুর বন্যা আসবে
অন্ত্যোদয়ের সংজ্ঞা বদলিয়ে
সবাই সমান হয়ে যাবে
ক্রান্তি আসবেই আসবে
ক্রান্তি আসবেই আসবে

এখন আর দেরী নেই
ক্রান্তি আসছে দেখ

কি অদ্ভুত আড়ম্বর
আর জাঁকজমক
ভিখারীদের শোভাযাত্রা পেরিয়ে
জাল ভোটের কাগজের স্তূপে
নির্বাচন জয়ের জ্বলন্ত মিছিলে
ক্রান্তি আসছে
হরিজন বস্তিতে আগুন লাগিয়ে
শোভাযাত্রার ফাঁকা শ্লোগানে
ক্রান্তি আসছে
বুদ্ধিজীবী সম্মেলনের
বহুমত প্রস্তাবে
ক্রান্তি আসছে
কালো টাকার ঠন্ঠন্ শব্দে
পদ্মভূক স্বপ্ন আর স্বপ্ননেশায়
ক্রান্তি আসছে
দালালদের নীলাম ডাকে
ক্রান্তি আসছে
ভাড়াটিয়া খবর কাগজের
হলুদ হেডলাইনে

ক্রান্তির জন্য রাস্তাঘাট
তোরণ আর সাজসজ্জা
শঙ্খ আর পূজার থালা নিয়ে
পুরনারীরা অপেক্ষায় আছে
স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী
কাল মার্কস্ এর জন্য
নতুন মন্দির তৈরী হয়ে গেছে
আর পুরোহিতও নিযুক্ত হয়েছে
এবার ফুলচন্দন আর
কর্পূরের মালা নিয়ে তৈরী থাক
কেউ রোধ করতে পারবেনা ক্রান্তিকে
ক্রান্তি আসছে
ক্রান্তি আসছে

# দেবী আগমন

এবার তিনি যখন এলেন
কোন তিথি নক্ষত্রের হিসেব ছিল না
ছিল না কোন শুভ মুহূর্তের গণনা

সাজসজ্জার অপেক্ষা না করে
পাতাফুল পূজামণ্ডপ আর চালচিত্র
জরির কাগজ আর নিঅন আলো ছাড়া
ঘন্টাধ্বনিকে বেখাতির করে
তিনি এলেন বিনা প্রস্তুতিতে

চণ্ড মুণ্ড শুম্ভ ও নিশুম্ভ নিশ্চিহ্ন
চণ্ডী আর চামুণ্ডাকে নিয়ে
রক্তবীজকে আয়ত্ত করার পরে
ঘূর্ণিবাত্যা পথ দেখিয়ে দিল
অভ্রান্ত প্রলয়ের দিকে
সিংহ ছুটে গেল নির্বিরোধ
দু'শ কিলোমিটার বেগে
মহাকালের কালোমেঘের ভেতর থেকে
তিনি নেমে এলেন প্রিয় ভূপৃষ্ঠে

হাতে খড়্গ ও খর্পর
মুণ্ডমালা মাংসখণ্ড রক্তপাত্র
লোলজিহ্বা ত্রিশূল আর নাগ
বজ্র মুষল অঙ্কুশ আর ফাঁস
চোখে সংহার নিঃশ্বাসে ধ্বংস
বিনাশের একমাত্র ইচ্ছা নিয়ে

ভূগোল টুকরো টুকরো হয়ে গেল

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মানচিত্র
জল স্থল একাকার
নতুন নতুন নদী নালা উপত্যকা
ভূভাগ ও বালুচর
স্থিতি সত্তা সব হারিয়ে গেল
ঘূর্ণাবর্তের অন্ধ আঁখির ভেতরে

তিনি নিজেকে সংস্থাপিত করে নিলেন
দিগন্ত প্রসারী জলরাশির ভিতরে
হাহাকারের স্তব
দীর্ঘনিঃশ্বাসের আরতি ঘন্টা
ও আর্তনাদের অঘোর মন্ত্রে

## ভুবনেশ্বর

কোন আবেগ নেই
কোন উদ্বেগও নয়
ইতিহাসের অন্তরাল থেকে সূর্য ওঠে
সম্পূর্ণ উত্তেজনাবিহীন
বিমান বন্দরের পেছন দিকে
শেয়াল ডাকতে থাকে
রাজধানীতে সকাল হয়
সাইকেলের ঘন্টি আর মাছের দোকানের ভিড়ে
অফিসের গেটগুলি খুলে যায়
মন্দিরের ঘন্টা আর আরতি ধ্বনিতে

কংক্রীটের রাজপথ বিচ্ছিন্ন করে
নতুন আর পুরাতনের সম্পর্ক
টেলিফোনের তার কেটে দেয়
যক্ষ আর শালভঞ্জিকার কথোপকথন
নিঅন আলো নিভিয়ে দেয়
পাথরের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্ময়
খবর কাগজের হেড্‌লাইন
অর্থহীন করে দেয়
কিংবদন্তীর করুণতম রহস্যকে

পয়লা তারিখের পর্ব্বগুলি
অতি শীঘ্র উদ্‌যাপিত হয়ে যায়
রাজরাজড়ার বংশাবলীর সঙ্গে
যুক্ত হয় মন্ত্রীমণ্ডলের বিবরণী
কলিঙ্গ যুদ্ধের সমতল ক্ষেত্রের ওপরে
নেমে আসে
দল বদলের সৈনিকেরা
নির্ণয়ের অজানা দিনগুলিতে

যোদ্ধারা গিয়ে আশ্রয় নেয়
ম্যুজিয়ামের আবর্জনা স্তূপে

সিনেমা পোস্টারের তলায়
গরু শুয়ে রোমন্থন করে
পানের দোকানের সামনে
দেশের ভবিষ্যতেরা দাঁড়িয়ে
শিল্পাঞ্চলের দিকে চেয়ে থাকে
অশোক আর খারবেলকে
আর মনে পড়েনা
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ভীড় টপকে
গাড়ী গিয়ে থামে
হোটেলের মুখশালায়

রিক্সার চাকা মেপে নেয়
সামাজিক চেতনার আরোহ্ অবরোহকে
ভিখারীরা বার হয়ে আসে
ঐতিহাসিক গুহার ভেতর থেকে
প্রত্নতাত্তিক ধ্বংসস্তূপের ওপরে
ব্যাঙ্কের নক্শা তৈরী হয়
বিদেশী পর্যটকদের ক্যামেরায়
বন্ধ হয়ে থেকে যায়
অশোকাষ্টমী আর শিবরাত্রির তাৎপর্য

ফাইলের ওপরে ধূলো জমতে থাকে
মন্দিরের চূড়াগুলি
বিনা কারণে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকে
বিকেল বেলার উড়োজাহাজ উড়ে যায়
দেয়ালে লেখা শ্লোগানে
বিদ্রোহ্ চলতে থাকে
মুখ নীচু করে চুপচাপ চলে যায়
অফিস ফেরৎ জনসাধারণ

# খালি ঘর

আমি আবার ফিরে এলাম আমার
আত্মশান্তির পরীক্ষাশালায়
আমার সমস্ত আচরণ
একান্তে বিশ্লেষণ করার জন্য
আমি এমন নির্জনতা চেয়েছিলাম
কেউ কোথাও থাকবেনা
সব কিছু চুপচাপ
দুজনের নীরবতায়
ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপের মত

কিন্তু একান্ত কোথায়
অভিশপ্ত নাবিকের জন্য
সমুদ্র যাত্রার শেষনেই
এক কুঠুরি থেকে
অন্য এক কুঠুরিতে
কোথাও আশ্রয়ের দ্বীপ নেই
কিন্তু আকাশ যদিও অন্ধকার
এবং তারারা অস্তমিত
অনেক সম্ভাবনার উষ্ণতা আছে
পরিত্যক্ত বিছানার ওপর

ছোঁয়ার সময়ই
সব অদৃশ্য হয়েছিল
চোখের সামনে থেকে সরে গেল
দূরে নিশ্চিহ্ন আলোকমালার মত
বিন্দুতে নিহিত সমান্তরাল রেখা
দিগ্বলয়ে লুপ্ত উপনগরের মত
কিন্তু দূরে চলে যাওয়ার সময়
দৃশ্যগুলি পেছনে তাকিয়ে

আবার সূচিত করে দেয় দেখার চোখকে
ছটফট করা সমাধান
অঙ্গুলি দেখায় প্রশ্নের দিকে

এখানে কোথাও শূন্যস্থান নেই
কিছু নয় সম্ভাবনারহিত
কুঠুরির ভেতর মরুভূমি
ছাতে বুনে চলেছে মাকড়সা জাল
বিজন ভূমিতে পরিণত
জানালার বাইরের ঘাসের মাঠ
ঘর ভেঙে যায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে
খালি চেয়ারে এলিয়ে পড়ছে
আমার দেহের অস্থি ও কংকাল
অভাব পূরণ করে যাচ্ছে
ইচ্ছার নিভৃততম অন্তরাল
এখানে ঘর ভর্তি
তোমার ফিরে আসার আশ্বাসনা
দেয়ালে সাজানো রয়েছে
তোমার প্রতিশ্রুতির ভঙ্গুরতা
আমার ইচ্ছা শক্তিতে সম্বলিত
তোমাকে ফিরিয়ে আনার অসমর্থতা
শূণ্যতা এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ
এবং আমার নিঃসঙ্গতাকে
কোলাহলময় করে রাখছে
আমার বারংবার ফিরে আসার
অর্থহীন বাধ্যবাধকতা

# সিঁড়ি

এই সামান্য দূরত্বের মাঝে
কোন্ যাত্রার শুভারম্ভ
অথবা পৌঁছান নেই
কেবল লক্ষ্যস্থলের কিংবদন্তীগুলিতে
ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের চট্টান
একের পর আরেক পা
যা সূচিত করে দেয়
গমন থেকে আগমন
প্রস্থান থেকে মহাপ্রস্থান
জঠর থেকে স্বর্গদ্বার এবং
পাদপীঠের উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে
শীর্ষবিন্দুর সংযমকে

আবিষ্কারকের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে
হলুদ হয়ে যায়
মানচিত্রের আস্তিকতা
অবিশ্বাসের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়
কৃতনিশ্চিত তীর্থযাত্রী
অনুশোচনা ম্লান করে দেয়
পৌঁছবার উৎসাহকে
এ কেমন স্বর্গ
যেখানে কোন পরিবর্তন নেই
ঋতু সর্ব্বদা বসন্ত
এবং গাছের ভারাক্রান্ত ডাল থেকে
ফলটি নীচে পড়ে যায় না

সিঁড়ি গুণে কিছু লাভ নেই
তা বাইশ হোক কিংবা বত্রিশ
সে স্বর্গে হোক বা নাগলোকে

চট্টানের শেষ পাথরটি
চলে যাবার হোক অথবা পৌঁছবার
অন্ধকার ঘর অথবা খোলা ছাদ
রাস্তা চলে যাক
অন্ধকূপ অথবা ধ্রুবতারার দিকে
জীবনের স্থবিরতা
অথবা কুমারী মৃত্যুর পানে

ওপর থেকে নীচে নীচ থেকে ওপরে
যাত্রার ক্ষয়বৃদ্ধি হয়ে থাকে
সূর্যদের দিকে তাকিয়ে রাত কাটে
পা সামনে এগোয়
যাওয়া আসায় কেটে যায় না
বহুবিধ যাত্রার পুনরাবৃত্তি
এদিকে সেদিকে অনেক পদচিহ্ন
সব দেখে নেয় সিঁড়ি
যা' সমান নয়
সমতল নয়
যা নীচে ও ওপরে
দু'দিকে না পৌঁছবার অতল
প্রস্তরীভূত আকাঙ্খা
এবং অপ্রাপ্তির অন্তহীন বৃত্ত

# পুরী

এখানে সবকিছু কিংবদন্তী আশ্রিত
বালির নীচে পোঁতা হয়ে যায়
ত্রেতা ও দ্বাপর
মাদলা পাঁজির পৃষ্ঠা
জরাজীর্ণ হ'তে থাকে
ইতিবৃত্তের চরিত্রেরা
কালো সাদা ঘোড়ায় চড়ে
বার হয়ে যায় লোকশ্রুতির দিকে

সোপানগুলি সব পরকালের পানে
চিন্তা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়
গলির সংকীর্ণতায়
দেয়ালচিত্রে বসন্ত নেমে আসে
রৌদ্রে গলে যায়
ভজনের ভগ্নাবশেষ
জ্বলন্ত বালিতে চক চক করে
ভিখারীর অচল পয়সাগুলি
রথের চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়
জনারণ্যের নির্জনতা

সব একাকার হয়ে যায়
দ্রষ্টা দৃশ্য আর দর্শন
সংস্কারের অদৃশ্য হাত
নিষ্ঠার কালোকাপড় বেঁধে দেয়
ঔচিত্য আর তার্কিকতার চোখে
মূর্তিগুলির ওপরে
ধূলো হয়ে জমতে থাকে
প্রার্থনার জাগরূক স্বর
অন্ধ এসে জোড়হাতে দাঁড়ায়

অরুণ স্তম্ভের ছায়াতে

চামচিকে ওড়ে
ভোগমণ্ডপের ছাদে
ভক্ত পথ ভুলে চলে যায়
অন্দরের আঙিনাতে
বিগ্রহেরা তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারের ভেতর থেকে
আরও একটি যুগ কেটে যায়
ইহকাল ব্যতীত হয়
পূর্ব্ব আর পরজন্মের চিন্তায়
রূপ আর অরূপের দ্বন্দের
আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে যায়
মুক্তি মণ্ডপের আঁধার মঞ্চে
এখানে এক নিজস্ব পূর্ণতা
কবন্ধের প্রস্তরীভূত লাস্য
এবং দুটি বর্তুল আঁখির
স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীরে

বড়দান্ড থেকে ছায়া সরে যায়
স্বর্গদ্বারের দিকে
অন্ধকার নেমে আসে
ঝাউগাছের গহন আর্তনাদে
দারু ভাসতে থাকে প্রলয় পয়োধিতে
লহরীর মৃদু আঘাতে
সমুদ্র শুনায়ে যায়
সন্ধ্যাবেলার অবিচলিত বেলাভূমিকে
অন্তিম সত্যের সিদ্ধান্ত সকল

## কারফিউ

বাড়ীঘর দু'ধারে সাজানো
কবরখানার সমাধি পাথরের মত
আলোকস্তম্ভগুলি সাবধানে থাকে
সংগিন হাতে সৈনিকের মত
নিষেধাজ্ঞা শুনিয়ে যায় সাইরেন
বুট জুতো মাড়িয়ে চলে যায়
নিস্তব্ধ শহরের বুকের ওপর

জানালা দরজা সব বন্ধ
আর বাতাস অসম্ভব নিস্পন্দ
রঙ এলিয়ে পড়ে আকাশের সীমান্তে
আতঙ্কের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে
মধ্যাহ্ন আচ্ছন্ন করে রাখে
আতঙ্কের চাপা আওয়াজ

ঘটনাবিহীন দিন বাড়তে থাকে
খবরের কাগজের খালি পৃষ্ঠায়
পথের ওপর রক্ত শুকিয়ে যায়
বারুদের গন্ধ নিভে যায় বাতাস থেকে
চিল চক্রাকারে ঘোরে
আকাশের নিরাপদ দূরত্ব থেকে
গলি রাস্তার শ্মশানক্ষেত্রে
আবর্জনার ছাই আর অস্থি কংকাল
রাস্তার কুকুরের দল এসে
অধিকার করে নেয় শহরকে

শহরের মৃত উপত্যকায়
সূর্য নেমে আসে রক্তাক্ত পায়ে
রুদ্ধ চিৎকার প্রতিধ্বনি হয়ে

ফিরে যায় নিয়ন্ত্রণের কুঠুরিতে
দীর্ঘশ্বাসের বিবশ প্রতিবাদ
আকাশে ছিটকে পড়ে
বিন্দু বিন্দু তারার নিষ্ফলতা হয়ে
জ্যোৎস্নার প্রতিবাদ মুছে দিয়ে
ট্যাঙ্ক চলে যায় রাজপথের ওপরে

# নবগুঞ্জর

যে সমস্ত রূপের উর্দ্ধে
তার দেহে চিত্রকার এনে লাগিয়ে দেয়
কার মুখ কার দেহ
এবং কোন্ অশরীরী রহস্যগুলি
তুলি থেকে বার হয়ে নীচে এসে দাঁড়ায়
কার ভাবনাতীত ভ্রম
আরণ্যক আলেখ্য হয়ে

পরীক্ষার শেষ নেই
ধ্যান থেকে বেরিয়ে চিনতে হয়
কপট বেশের অন্তরাল থেকে
আগন্তুকের যথার্থ বাস্তবিকতা
ক্রমাগত পরীক্ষার সফলতায়
পরিহার করতে হয়
অন্য এক অজ্ঞাতবাসের শাস্তিকে
সব্যসাচী চেয়ে থাকে
প্রায়শ্চিত্তের সংযত সাধনায়
শাপমুক্তির শেষ পর্যায়ে
নির্বাসনের দিনগুলিতে
ছদ্মবেশ অনাবিষ্কৃত থেকে যায়
কিন্তু সাধক এখন অনায়াসে চিনে নেয়
জান্তব বহিরাবরণের তলে
বিরাট রূপের ঘটান্তর
স্বীকার করে নেয়
কিম্ভূতকিমাকার কায়কল্প
ধনুশর খুলে নীচে রেখে দেয়
নতমস্তকে অভ্যর্থনা করে নেয়
বহুরূপীর দৈবী বৈচিত্র্যকে

পরিচয়ের উপলব্ধিতে
ভেঙ্গে যায় সামূহিক রূপের রহস্য
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্থির হ'তে থাকে
হিংস্রতার নিষ্ফল আক্রোশে
একটি মাত্র উদ্যত হাত
পশুত্বকে বিবশ করে দেয়
সব কিছু শান্ত ও সমন্বিত হয়ে যায়
পদ্মফুলের কোমল করুণায়

## কটক

সব মনে পড়ে এখানে এলে
সব কিছু মনে পড়ে
নোট খাতায় প্রেমের কবিতা
লেখার অলস দিনগুলি
পকেট ভর্তি বসন্ত পবন
আর আকাশের দিকে চেয়ে
হারিয়ে যাওয়ার বেলা
ডাইনী দুপুর হাতের মুঠোয় নিয়ে
অন্যদের সমর্পণ করার দিন

সব কিছু মনে হয় চেনা চেনা
অনেককাল আগের সব মুখ
যারা আটকে গেল
চিত্রিত দিনগুলির সম্মোহনে
নদীকূলের বেঞ্চের ওপর বসে
ইন্দ্রধনুকে দেখতে দেখতে
যারা পেছনে রয়ে গেল
বালিযাত্রার জনারন্য
রঙীন রুমাল উড়াবার সময়
চোখভরা জল নিয়ে
সিনেমা হল থেকে বেরোবার
উদাস মুহূর্তগুলিতে

আজ এখানে সামনে এগোবার সময়
রিকসা থেকে উড়ন্ত আঁচলে
বাঁধা হয়ে রয়ে যায়
পেছনে ফেলে আসা
রঙবেরঙ অনুভবগুলি
রাস্তা বন্ধ করে দেয়
লেভেল ক্রসিং এর ফটক

যানবাহনের ভিড়ে
গতিরোধ হয় চেতনার
চোখ আটকে যায়
বদলে যাওয়া রাস্তার দুই উপকূলে
মন মেনে নেয় চুপচাপ
বয়সের বাধ্যবাধকতা

সবকিছু পরিচিত মনে হয়
নদীর বাঁধ টপকে কেমন করে
জানালার ভেতরে সূর্যালোক আসে
পা টিপে টিপে
ভিখারী রাস্তার ধারে বসে থাকে
আকাশে মেঘের
ছেঁড়া কাপড়ের দিকে তাকিয়ে
কেটে যাওয়া ঘুড়ি এসে নামে
ভাংগা ছাতের ওপর
মন্দিরের পাদোদক বয়ে এসে
মিশে যায় নর্দমার স্রোতে
অস্থায়ী দোকানের ভিড়ের ভেতরে
ন্যায় বেচাকেনা হয়ে চলে
বর্ষায় ধুয়ে যায়
চণ্ডী মন্দিরের পূজা পাঠ
কলেজ চকের চায়ের দোকানে
আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়
খবর কাগজওয়ালার ডাক ছাপিয়ে
প্রলয়ের আতংক আসে
কাঠজোড়ির কূল উছলিয়ে

হসপিটাল রাস্তা ছাড়িয়ে
বাইরে যাবার সময়
চকের ওপর পা আটকে যায়
এখান থেকে সব রাস্তা বিস্মৃতির দিকে

বাইরে যাবার লোক
আর পেছনে তাকায় না
মহানদী থেকে কিছু জল তুলে
অঞ্জলি ভরে পূর্বপুরুষকে
সমর্পণ করে দেয়

গ্রীষ্ম গিয়ে কখন মিশে যায়
অদিন বর্ষার আর্দ্র অন্তরঙ্গতায়
বাতিস্তম্ভের বয়স বেড়ে যায়
ভুলে আসা স্মৃতি সব
এমনি লুকোচুরি খেলতে থাকে
গলিগুলির গোলকধাঁধায়
দুই নদীর আশ্লেষের ভেতরে
শহর নির্বিকার বসে থাকে
সংসার একই রকম থেকে যায়
ইতিহাস বদলে বদলে যায়

## নর্তকী

রঙ্গমঞ্চের অন্ধকারে
এক স্বতন্ত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
এক অশান্ত নক্ষত্রের মত
তাকে এসে বশীভূত করে দেয়
তার অলৌকিক আবির্ভাব
সৌরমণ্ডল স্তব্ধ থাকে
আলোকের আগ্নেয় বলয় মাঝে
সে স্ফুরিত হয়ে যায়
মুখের ওপর বারংবার বিস্ফোরিত
উল্কার উল্লাস নিয়ে

তার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী আর কটাক্ষে
এক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্র
শরীরের সাংকেতিক তত্ত্বে
দেশ দেশান্তরের জন্য ব্যক্তিগত বার্তা
অঙ্গুলি নির্দেশ করে
এক অনাবিস্কৃত অন্তরীক্ষে
পদচিহ্নের জ্যামিতিতে
নির্ধারিত হয়
দিগ্‌বিদিকের ভারসাম্য
চোখের জিজ্ঞাসা নিয়ে যায়
অনুপলব্ধ দিগন্তের অন্য পিঠে

কোন বাধা নেই
সঙ্গীতের ঊর্ধ্বমুখী অনন্ত ব্যাপ্তিতে
নব নব নভমণ্ডল খুলে যায়
ঘুঙুরের অর্থগর্ভ ধ্বনিতে
পদপাত ক্রম বিবর্দ্ধিত হয়ে
সূচিত করে দেয়
জীবনের বৃহত্তর নিমিত্তগুলিকে

মঞ্চ উৎপ্লাবিত হয়
কালাতীত অন্তরঙ্গতায়
প্রেক্ষালয়ের আনন্দ মিশে যায়
আকাশের আলোদের সাথে
চেতনার দীপ্ত আর নির্ধারিত মুহূর্তে
সে ফিরে যায় নেপথ্যে
অন্তরীক্ষের বিস্ময়ের ভেতর
সাময়িক শূন্যস্থানটি ছেড়ে দিয়ে

## মৃত্যুবোধ

মৃত্যুর আগে কি সব মনে পড়ে
ঘর দুয়ার প্রিয় পরিজন সুখ দুঃখ
ছেলেবেলার বিস্ময়ে ভরা সকাল
দুঃসাহসের ক্রম সঙ্কুচিত অগ্নিবলয়ে
ক্রীড়ারত নিশ্চিন্ত মধ্যাহ্ন
ভয় ও দুঃখের কুয়াশার ভেতর
ঘুমিয়ে পড়া দুঃখময় রাত্রি
অথবা নদীর অপর্যাপ্ত ধারায় প্রবাহিত
আরম্ভ ও শেষ না থাকা বিবর্ণ সময়

কি সব ভাবে মরণমুখ মানুষ
পুরনো স্থিতিতে ডুবুডুবু
চাঁদকে ছোঁয়ার অদ্ভুত অনুভূতি
ঝড়ের বেগের সঙ্গে মিশে যাওয়া
ভবিষ্যতের বিমর্ষ পরমায়ু
পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত মহাদেশের কথা
ইতিহাসের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলি
কল্পনামণ্ডিত নন্দনবন
বারংবার উচ্চারিত গোপনীয় মন্ত্র

কার মুখ দেখা যায় মৃত্যুর সময়
রূপকথার প্রথম রাক্ষস
দেবদেবী কিন্নরী গন্ধর্ব
পোষাক মুখোশ ছদ্মবেশের অন্তরালে
হাসি কান্না ক্ষোভ গ্লানি বিশ্বাস ঘৃণা অপ্রত্যয়
মেঘে দেয়ালে হ্রদের ওপরে
বদলে যাওয়া চেহারাগুলি
চেনা অচেনা আধচেনা
পরিচয় অপরিচয়ে দোদুল্যমান মুখ

অথবা কিছুই নয়
আকাশ আকাশ নয় মেঘ মেঘ নয়
সকাল ও সন্ধ্যা সবই মিথ্যে
সব কেবল এক মোহমায়া শূণ্য
স্মৃতিহীন ও ভাবনারহিত অবস্থা
সাদৃশ্য নেই সময় নেই
সব কিছু দৃশ্যাতীত
একা একা সব কিছু নিজের ভেতরে
কিছু দেখা যায় না
কিছু মনে পড়ে না
কেবল এক অন্ধ করে দেওয়া
আলো ছাড়া
যা অনেক আধাঁরের উপাদান দিয়ে তৈরী

# কালী

ওপরে ওঠানো পা
মহাকালের দিকে
চোখের আগ্নেয় লক্ষ্য
সর্বনাশের সীমান্তে
উদ্যত হাতের ক্রুদ্ধ কাটারীতে
কেটে যায় ভবিষ্যতের সব আশ্রয়
বর্শার নিম্নমুখী তীব্রতায়
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়
অকিঞ্চন ভক্তির শেষ সম্বল
মুন্ডমালায় রৌরবের বিভীষিকা
জবাফুলে রক্তাক্ত সন্ত্রাস
খড়্গো জড়িয়ে যায় প্রাণহীন অভিশাপ
নাগফেনীর নিরুদ্ধার কাঁটায়
বিদ্ধ থাকে শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন

তাঁর আসার পথে
নদীনালা সব শুকিয়ে গেল
দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল মড়ক ও মহামারী
গলিত আকাশের পরিত্যক্ত কোণগুলিতে
সব রঙ নষ্টভ্রষ্ট হয়ে গেল
বনাগ্নিতে পশুপক্ষী জ্বলে গেল
হাসি মুছে নিল
দয়ামায়াহীন দ্বিপ্রহর
ছায়ামূর্তির উত্তালে
লুকিয়ে পড়ল ছটফট করা সূর্য
খড়্গ আর খর্পরের রোষ
নিষ্প্রভ করে দিল আতঙ্কের দিনগুলিকে
আবাহনের নির্মম মন্ত্রে
হারিয়ে গেল অভিশপ্তদের অর্চনা

হাত উদ্যত এবং পা ওপরে
জিহ্বার জান্তব আক্রোশে সর্বভূক ক্ষুধা
খর্পরের শূণ্যভেদী কোপদৃষ্টি
ফেলে দেয় করুণার কণিকা
আশীর্ব্বাদ হারিয়ে যায়
অভিশাপের আঙ্গিকে
অমাবস্যা অধিকার করে নেয় আহ্নিককে
চাঁদ নিভে যায় নিজের আঁধারে

এবার কালরাত্রির রাজত্ব
রক্তে ভেসে যায় জবাফুল
নাগফেণীতে আটকে থাকে আর্তনাদ
ভক্তেরা ত্রাহি ত্রাহি ডাকে
পশুরা চলে যায় আজ্ঞাবহ
নিজের নিজের নির্ধারিত যূপকাঠের দিকে

# ইতিহাস

এখন আর কোন সাক্ষী নেই
সব কৃতিত্ব প্রাসাদ আর গুহাতে বন্ধ
সফলতার সমস্ত প্রমাণ
স্মৃতিস্তম্ভ আর কামশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ
অমরত্ব লাভের ইচ্ছা অংশীভূত
প্রশস্তি আর অনুশাসনের অভিলেখায়

এখানে কোন সতর্কবানী নেই
নেই কোন নীতিশিক্ষা
আকস্মিকতা এখানে সর্ব্বসম্মত
তর্কসংগতি ও স্পষ্টীকরণের অভাব নেই
সকলের জন্য এখানে জায়গা খালি
অজ্ঞাত অধ্যায়ের অতল গহ্বরে

সভাপণ্ডিতদের সফল হাতে
পরিচ্ছেদগুলি সংশোধিত হয়
মহাত্মা ও মহারথীরা
শীর্ষদেশ থেকে নেমে আসেন
পাদটীকা আর পরিশিষ্টতে
ঘটনাচক্রের অদ্ভুত ষড়যন্ত্র
সময়ের জঞ্জালস্তূপ থেকে
বিস্মৃত দুরাত্মাকে তুলে নিয়ে
ফেলে দেয় সিংহাসনে

শর্ত সন্ধি চুক্তিপত্র
অন্ধগলি চোরাকবাট মন্ত্রণাকক্ষ
তীর কামান আর উদজানের ভেতর
থাকে দেশ কাল পাত্র
অশ্বমেধ আর আণবিক যজ্ঞে
সত্তার সীমারেখা নির্ণীত হয়

উত্তেজনা ঘেরা ছায়াতলে
সভ্যতার বয়স বাড়ে

বাইরে দাঁড়ানো লোকেরা
বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে
সার্থক ঘটনাবলীর দিকে
যোগ্য লোকের হাতে
নতুন নতুন অধ্যায় লেখা হয়
সব আবার সমর্পিত হয়ে যায়
সময়ের সর্ব্বভূক কীটের কাছে

অনুকৃতি দাবী করে মৌলিকতার
বিদূষক গম্ভীর হয়ে
নিজের পরিহাসকে দার্শনিকতা দেয়
সব চলে যায় জীর্ণ পৃষ্ঠায়
ভবিষ্যতের গবেষক বসে থাকে
অনির্ণীত বর্ণমালা হাতে নিয়ে
বিয়োগান্ত ঘটনাসকল
আবার সংঘটিত হয় প্রহসন হয়ে

# গান্ধী

সত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি
শ্লোগানে পর্যবসিত হোল
জীবনদর্শন আটকে রইল
প্রতিমার অন্ধ আঁখিতে
কৃতিত্ব সংজ্ঞাতে সীমিত রয়ে গেল
আত্মাকে অধিকার করে নিল
সুবিধাবাদের পণ্য

ধর্ম স্থাপনার জন্য
যুদ্ধ ঘোষণা করা হোল
শান্তিরক্ষার জন্য
জ্বালিয়ে দেওয়া হোল
দলিতদের বস্তি
সত্যের প্রমাণ খোঁজা হোল
কপট শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে
ঈশ্বরের লোকদের
বহিষ্কৃত করে দেওয়া হোল
সব শেষের লোকটি সরে গেল
আরও অনেক পেছনে

আর কেউ সত্যান্বেষী নেই
কারও চিন্তা নেই মাধ্যমের জন্য
সবার চোখ
অচল পরিণামের ওপরে
লাভক্ষতির মুখোমুখি চোরাবাজারে
খরচ হয়ে গেল সচ্চরিত্রতার শেষ পুঁজি
সাম্রাজ্যবাদীরা বেরিয়ে গেল
নতুন উপনিবেশ সন্ধানে
যুদ্ধখোরদের হাতে

শান্তির পুরস্কার
সমর্পিত হোল

পুরনো ঘড়ি অতিক্রম করতে পারে না
দারিদ্র্যের সীমারেখাকে
মোটা চশমার কাচের ভেতর থেকে
আর দেখা যায় না
চিত্রিত সত্যের ভয়ানকতা
সংক্ষিপ্ত বস্ত্র লুকাতে পারে না
অখণ্ড ক্ষমতার অশ্লীলতা
ভর দেওয়ার লাঠি দিয়ে
আটকানো যায়না
চরম পন্থার উগ্র হিংস্রতাকে

ঘড়ি মৌন ও অচল
ইতিহাস ছুটি নিয়ে যায়
পাথরের মূর্তি পরিভাষার শৃঙ্খল
চলচিত্র ও জয়ন্তী সমারোহ থেকে বেরিয়ে
সে আবার চলে যায়
চঞ্চল পা ফেলে
নতুন নতুন আততায়ীদের
উদ্যত বন্দুকের দিকে

# গীত গোবিন্দ

এ এমন এক কুঞ্জবন
যার পরিকল্পনা
স্তম্ভন আকর্ষণ আর বশীকরণে
আবেশ যার চারসীমা
এবং ইন্দ্রিয় যার আশয়
এখানে প্রবেশ করলেই
আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায় ইচ্ছাতে
অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে যায় মনোরথের মত
জীবনকাল সমর্পিত হয়ে যায়
কার উদার পদপল্লবে

এখানে সব কিছু দেহময়
রাত্রির বিনিদ্র প্রহর কেটে যায়
জঙ্ঘা স্তন অধর দিয়ে
পল্লব আর কিশলয় শয্যায়
প্রভাত নেমে আসে
এলোমেলো পক্ষ্ম কবরী আর চূর্ণ কুন্তলে
তারপর অভিমান আর ক্ষোভ
প্রলাপ সন্তাপ গ্লানি আর দীর্ঘশ্বাস
হতভাগী সখী বার্তা নিয়ে যায়
মুগ্ধ হ'তে স্নিগ্ধে চতুর হ'তে সানন্দে
খণ্ডিতা থেকে কলহান্তরিতার কাছে
কন্দর্পের শর খুঁজে নেয়
মাধবী নবমালিকা আর অশোকের ভেতর থেকে
বিরহে সম্মিলিত দু'টি অধীর দেহকে
অন্ধকার আবার আসে অন্তর্দাহের মত
কস্তুরী কুমকুম চন্দন
আর অঞ্জন বুলিয়ে
উত্তরীয় উড়ায়ে আর মেখলা নাচায়ে

কুন্তল আর নূপুরের স্তিমিত স্বরে
নিরঙ্কুশ মন আটকে থাকে
চঞ্চল চকিত বিহ্বল ও ব্যাকুল
লবঙ্গ পলাশ তমাল আর বকুলে
দেহ অধিকার করে নেয় সমস্ত সম্ভ্রম
জীবন জড়িয়ে যায়
রোমাঞ্চ বেপথু শিহরণ আর মূর্চ্ছাতে

পরিশেষে সব কিছু অবসন্ন
খিন্ন স্বেদসিক্ত ও বিপর্যস্ত
সূর্য সমন্বিত করে দেয়
ইন্দ্রিয় আর মন ইহকাল পরকাল জন্ম জন্মান্তর
স্তনের ওপর পত্রাবলী এঁকে দেয় সকাল
শরীরে সাজিয়ে দেয় বলয় কঙ্কন নূপুর
এবার আর অঙ্গ নয় অনঙ্গ নয়
পূর্ব্বরাগ নয় প্রেম নয় বিরহ নয়
কেবল এক চিরন্তন পরিবর্তনের অনুভব
এবং কবিতার রাজত্ব
শব্দ আর ছন্দের সমারোহ
রাগ আর তালের আধিপত্য

কুঞ্জবনের সংগীতময় সাম্রাজ্যে
নিজের প্রেরণার চক্রবর্তী থাকে কবি
মন যমুনায় বন্যা এনে দেয়
কোমলকান্ত পদাবলী

## ভয়

ভয় হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার
শহরের অলিগলিতে লুকিয়ে থাকে
ব্রিফকেসে যখন থাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা

ভয় হচ্ছে কিংকং এর দায়াদ
শৈশবের রূপকথা থেকে বেরিয়ে এসে
বুক চাপড়ায় কংক্রীট জঙ্গলের ছাতে

ভয় হচ্ছে টেলিফোনের ঘণ্টা
হৃদপিণ্ডে হাতুড়ি পিটিয়ে আসে
অসময়ে ঊর্ধ্বতন হাকিমের স্বর হয়ে

ভয় হচ্ছে মাঝরাতের টেলিগ্রাম
বন্ধ লেফাফার ভিতরে এসে পৌঁছায়
প্রিয়জনেরা দূরে থাকার সময়

ভয় হচ্ছে নিঝুম দুপুরে
ভারী বুট জুতার শৃংখলাবদ্ধ শব্দ
কারফিউর সময় নপুংসকদের গলিতে

ভয় আপৎকালীন স্থিতির ফিস ফিস কথা
খাকী পোষাকে বেয়োনেট ধরে দৌড়ে যায়
ছত্রভঙ্গ হওয়া শোভাযাত্রার দিকে
প্রতিবাদের শ্লোগান বন্ধ হয়ে গেলে

ভয় হচ্ছে মোটর সাইকেলের গর্জন
মুখোশ পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে
মৃত্যু তালিকায় নাম লেখা হয়ে যাওয়ার পর

ভয় নিজের কলঙ্কিত অতীতের সাক্ষী
অতর্কিতে ফিরে আসে মনের কালাপানি থেকে
পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত খুঁজে

ভয় হচ্ছে মৃত্যুর হঠাৎ সম্ভাবনা
দর্পনের ভেতর থেকে আসে সময়ের শূণ্য হয়ে
জরার কুঞ্চিত রেখা মুখের ওপরে টেনে
প্রসাধনের আসক্ত মুহূর্তে

ভয় হচ্ছে সম্বন্ধের সূক্ষ্মতা
মনোমালিন্যের প্রাত্যহিকতায় ঝুলতে থাকে
ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিরন্তন আশংকা নিয়ে

## আহ্নিক

দিন এমনি করে আসে
আর চলে যায়
শহরের গলির ভেতরে
দিনের পর দিন মাসের পর মাস
এক ঋতু থেকে অন্য ঋতু
সামূহিক রিক্ততার ভেতর দিয়ে

ভুলে জ্বলা বাতিকে নিষ্প্রভ করে
সকালের সূর্য ওঠে
তোলা উনুনের কয়লার ধোঁয়ায়
খবর কাগজের রক্তাক্ত হেডলাইনের পেছন থেকে
চায়ের কাপে চমক এনে দেয়

রাস্তার কলের কাছে ভীড় জমিয়ে
সকাল ঘোষিত হয় দিন ন'টার সাইরেনে
কলকারখানায় মেশিনের শব্দ হয়ে
সকাল চড়ে যায়
অফিসের ভীড় বাসে

সকাল দীর্ঘ হয়
রেশন দোকানের সামনে
পোস্টারের ওপর রঙ মেখে দেয়
দুপুরের ছায়াকে রোধ করে
চৌমাথায় ট্র্যাফিক পুলিশ হয়ে
দুপুর হতাশাকে লুকিয়ে দেয়
কালো চশমার কৃত্রিমতার ভেতরে

দুপুর পিছলে যায়
রিক্সাওয়ালার পিঠের ঘাম হয়ে
দুপুর উড়ে যায়

রাস্তার শুকনো পাতায়
দুপুর গলে যায়
রাস্তার পিচে
দুপুর ফিরে যায়
নীরব গলির শূন্যতা হয়ে

অপরাহ্নে টিফিনকৌটা নিয়ে ফেরে
অফিস আর কারখানা ফেরৎ লোক
সন্ধ্যা নামে পানের দোকানের সামনে
সিনেমা হলে মেয়েটি অপেক্ষা করে
দিনের আলো নিভে যায়
বস্তির মিলিত দীর্ঘশ্বাসে

ল্যাম্পপোস্টগুলি পুনর্জন্ম নেয়
দিন চলে যায় খিন্ন ও বিরক্ত
চুপচাপ অন্ধকারের দিকে
রাতের প্রথম ট্রেন ধরে

# ভগ্নাবশেষ

ভেঙ্গে পড়া দুর্গের দেয়ালের সংগে
কি ধরণের আলাপ করা যেতে পারে
কোন্ মৃত ভাষাকে আশ্রয় করে
কোন্ তটস্থ দ্বিভাষীর সহায়তায়
প্রোথিত দুর্গের পরিখার কাছে
কি স্পষ্টীকরণ চাওয়া যায়
কোন্ কূটনীতির কেমন কপট আচরণে
সমর্থন খুঁজবে কোথায়
পরস্পর ধাক্কা খাওয়া শ্রেণী সংঘর্ষের
কেমন পাথর আর শঙ্খমর্মরে

কত শত বর্ষ আগে কে ছিল এখানে
নতুন মুদ্রা সম্বৎ আর সিদ্ধান্ত চালু করে
কে এসেছিল হাতী ঘোড়া আর ট্যাঙ্কে চড়ে
শেকল বাঁধা ক্রীতদাসদের পলটন নিয়ে
কে নিজের ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করে দিল
ফাঁসিকাঠের নির্মম নিপুণতায়
কে আবার চলে গেল চোরাকবাট দিয়ে
স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ পরে
অর্ধরাত্রের আততায়ীকে এড়িয়ে

ঝরে পড়া ইঁটে কোন পরাক্রম নেই
পাথরে অঙ্কুরিত উদ্ভিদগুলি
সম্ভাবনারহিত
আর কোন প্রয়োজনে আসবেনা
ভাঙ্গা ছাতে জঙধরা কামান
মুছে আসা অক্ষরে লেখা তাম্রপটের প্রশস্তি
দরজাহীন বন্দীশালার ছিন্ন শৃঙ্খল
স্বেচ্ছাচার প্রমাণিত করছে

## শ্যাওলাধরা শিলালিপি

চিল উড়ে চলে যাবে
রাণীহংসপুরের অতৃপ্ত নিঃশ্বাস নিয়ে
অশ্বখুরের শব্দ হারিয়ে যাবে
শৃগালের শীর্ণ স্বরে
দেওয়াল নুয়ে পড়বে
সময়ের শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে
পাথর ফেটে যাবে
দরবারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করে

আর কেউ লিপিবদ্ধ করবে না
মৃত্তিকায় প্রোথিত স্বর্ণযুগ
কাঁটাঝাড়ে লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসঘাতকতা
ঘাসে আচ্ছাদিত বিজয় সমারোহ
প্রস্তর ফাটলে আটকে থাকা যুদ্ধ ঘোষণা
মাকড়সার জাল থেকে ঝুলে থাকা বংশাবলী

খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্তের ওপর পা দিয়ে
পিকনিক করতে আসা লোক তাকিয়ে দেখবে
ভাংগা দরজা দিয়ে দুর্গের ভেতর
অতীত থেকে উপদেশ সন্ধান করে
উদাসীন আর বিরক্ত দুপুর
বারবার প্রতিধ্বনি তুলবে
তবুও ঘুম ভাঙবেনা কিংবদন্তীর

# পরবর্তী কবিতা

আমার পরবর্তী কবিতা আসবে
ক্ষমাশীল সহানুভূতির ভেতর থেকে
দু'টি প্রেম আর তিনটি বিচ্ছেদের পরে
দীর্ঘশ্বাসের অনুতপ্ত আকাশ থেকে নামবে
পূর্ব্বরাগের স্বস্ত্যয়ন হয়ে

ম্রিয়মান সম্পর্কের অনুতাপে
সে আসবে আত্মীয়তার হাত বাড়িয়ে
বদলে যাওয়া পারস্পরিকতাকে সাজিয়ে
সংশয় আর অবিশ্বাসের শ্মশানে
বোঝাপড়ার সংবেদনশীল ফুল ফুটিয়ে

বন্ধ্যা আকাশের বিরক্ত অপরাহ্নে
সে আসবে সবুজ স্মৃতির স্মারক হয়ে
মনের নিভৃততম একান্তে
গভীর অবচেতনকে সাকার করে
ভুলে যাওয়া সংগীতের প্রতিধ্বনি তুলে

সে আসবে হতভাগ্য অদৃষ্টকে পেছনে রেখে
মাঙ্গলিকের প্রখর প্রত্যাশা হয়ে
চোখের ভেতর ভবিষ্যৎকে বশীভূত করে
হাতে প্রত্যয়ের নতুন নতুন ভাগ্যরেখা লিখে

সে আসবে আকালের অশান্ত স্থিতিতে
হাহাকারের বিষণ্ন মরু অতিক্রম করে
অন্নসত্রগুলিতে মুঠো মুঠো হাসি বিলিয়ে দিয়ে
মৃগতৃষ্ণাকে বর্ষার জলে প্লাবিত করে

সে আসবে সকালের শাস্ত্রীয় শুচিতায়
মুখে শান্তির স্তোত্র উচ্চারণ করে
মন্দিরের অন্ধকারকে সংস্কারে উজ্জ্বল করে

মৃত্যুদূতের হাত থেকে মারণাস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে

সে আসবে কপোতের কোমল ডানায়
যুদ্ধের আকাশে বোমাবর্ষী বিমান পার হয়ে
যুদ্ধবিরতির রাজীনামা নিয়ে
নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির সফল স্বাক্ষরে
হিংসার বারুদ স্তূপের ওপরে
শান্তির শীতল স্ফুলিঙ্গ হয়ে

সে আসবে জেল প্রাচীরের অবরোধ ভেঙ্গে
স্বেচ্ছাচারী শাসনের নিষেধাজ্ঞা না মেনে
হাতে প্রতিবাদের পতাকা ধরে
সে চলে যাবে কারফিউর রাজপথের ওপারে
শোভাযাত্রার সামনে শ্লোগান দিয়ে
ব্যাগের ভেতর থেকে অগ্নিগর্ভ ইস্তাহার বিলিয়ে

শান্তির পদযাত্রায় পা মিলিয়ে
সে আসবে অসহিষ্ণুতার নোয়াখালিতে
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাঝে রামধুন গেয়ে
সন্ত্রাসবাদীর বন্দুকের দিকে বুক উঁচিয়ে

আমার পরবর্তী কবিতা আসবে
হাতে শাণিত শব্দমালা তুলে নিয়ে
নির্বিরোধ নিঃশঙ্ক সহজ আর স্বতঃস্ফূর্ত
মাত্রা আর ছন্দের বন্ধন এড়িয়ে
সাদা কাগজের স্বায়ত্ত সাম্রাজ্যে
বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বতঃসিদ্ধ করে

# ধর্মযুদ্ধ

মন্দির দাঁড়িয়ে থাকে
স্বর্গের দিকে মুখ করে
পূজাপীঠের নিরাপদ অন্ধকারে
ধর্মযাজকেরা ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত
মন্ত্রপাঠে ভেসে আসে বিদ্বেষের বার্তা
রণসজ্জার প্রস্তুতি চলতে থাকে
গর্ভগৃহের ভেতরে
ধ্বজা থেকে খসে পড়ে ক্রোধ আর রোষ
ধূপ উড়িয়ে নেয় সংযম আর সহিষ্ণুতা
ঘন্টা সূচিত করে
যুদ্ধারম্ভের সময়

পবিত্র মণ্ডপে বসে
সম্প্রদায়ের শীর্ষ পুরোহিতরা
ব্যূহের কুটিল ব্যঞ্জনা করতে থাকে
মুখে মন্ত্রের রণসংগীত নিয়ে
ধর্মসংস্থাপনের জন্য বার হয়ে আসে
যুযুৎসু ব্রতচারীরা
শান্তিবাদীদের বিধর্মী ঘোষণা করে
ধর্মের বড় পাণ্ডা

মুখে স্তোত্র আর যুদ্ধ ঘোষণা
হাতে ত্রিশূল আর বন্দুক
তুলসী আর বুলেটের মালা পরে
বিধর্মীদের খুঁজতে বার হয়
ধার্মিকতার অন্ধ যোদ্ধারা
বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে
শিশুদের বুক ছুরিতে চিরে
স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করে

প্রবচনগুলি প্রমাণিত করার জন্য

ধর্মযাজকের চোখে ঘৃণা
বুকে হিংসা ঠোঁটে স্পর্ধা
অরাজকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে
অনুচরেরা চলে যায়
বিদ্বেষের ভজন গেয়ে
ধ্বংসের গড্ডালিকা প্রবাহের দিকে

রাতের অশুভ লগ্নগুলিতে
লাভ ক্ষতির হিসাব করে বসে
ধর্মের ভাড়াটে দালালরা
নিজেদের অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে
আফিমের নেশায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে
বিশ্বস্ত যজমান আর ভক্ত
চোখে ধার্মিকতার কালো কাপড় বেঁধে
ধ্বংসের বীজ বুনে চলে
নিজেকে ধর্মসংস্থাপক ঘোষণা করে
মোটর সাইকেলের মৃত্যুদূতেরা

# ঘুম নেই

তারারা চেতনাহত হয়ে গেল আকাশে
মেঘের স্তূপের ওপর অন্যমনস্ক বসে আছে চাঁদ
নভোমণ্ডলে সময়ের ব্যাপক স্তব্ধতা
স্মৃতি আচ্ছাদিত পথকে আলোকিত করে দিয়ে
দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে গেল অর্ধরাত্রির উল্কা
এবং চোখে ঘুম নেই

গানগুলি ছড়িয়ে পড়ল রাস্তার ধারে
পাখীরা চলে গেল নিজের নিস্তব্ধতার ভেতরে
ভিখারী গুটিয়ে নিল তার ছেঁড়া কাপড়ের পৃথিবী
শিশুরা উড়ে গেল ঘুমপাড়ানি গানের কুহকের ভেতর
মন্দিরের ঘন্টাগুলি জড় ও নিশ্চল
সব ধ্বসে পড়ে গেল আঁধারের ঝিঁ ঝিঁ স্বরে
ঘুম নেই ঘুম নেই ঘুম নেই

ওপর থেকে টুপটাপ পড়ছে কতদিনের মুখ
উছলে যাচ্ছে ছোটবেলার স্নেহসিক্ত নদীকূল
ভুলে যাওয়া গানের পংক্তি ফিরে আসে
নতুন স্বরলিপিতে নিজেকে সাজিয়ে
নিষিদ্ধ ফটক খুলে যায়
নিগূঢ় আঁধারের অন্ত:পুরে
খুলে যায় রূপকথার সমুদ্র ও সিন্দুক
ঘুম নেই ঘুম নেই

না বলা কথাগুলি মুখোশ পরে আসে
বুকে হাতুড়ি পেটে অতীতের অতিকায় রাক্ষস
শহরের অন্ধগলিতে অদৃশ্য হাতের আতংক
বুক কাঁপিয়ে দিয়ে যায় বন্ধ ঘরের রহস্য
শোভাযাত্রা করে যায় অসমাহিত প্রহেলিকাগুলি
ভুলভ্রান্তি অনুশোচনা ঘিরে ফেলে অবচেতনাকে

শীতল হয় রক্ত শিথিল হৃদয়ের স্পন্দন
ঘুম নেই ঘুম নেই ঘুম নেই

মন্ত্র ও সহস্রনাম বৃথা ওষুধ নিষ্ফল
ঋগ্বেদের স্তোত্র আর গড্ডালিকা প্রবাহের পরিসংখ্যান
এদিক ওদিক ছটফট অতীত ও ভবিষ্যৎ
রাতের আত্মাকে আপ্যায়ন
এবং অসন্তুষ্ট ভাগ্যকে ধিক্কার
বুকের ভেতর সব এসে জমাট বাঁধে
কিন্তু চোখে ঘুম নেই

রহস্য ও বয়সের রাত বাড়ে
নিঃশ্বাস অস্থির দেহ মন ক্লান্ত ও উদাস
স্মৃতির কুঠুরিগুলি লোকারণ্য
অনধিকার প্রবেশ করে অপ্রিয় ঘটনাসকল
যে মুখ আর অনুভব খোঁজা হয় তারা অদৃশ্য
কার অনুপস্থিতি চোখ থেকে নিয়ে যায় স্বপ্নকে
উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার মুহূর্তগুলিতে
ঘুম নেই ঘুম নেই

# মহানদী

নীললোহিতের তৃষ্ণার্ত উপত্যকা থেকে
সে আসে স্বতঃস্ফূর্ত আশীর্ব্বাদের মত
উপাখ্যান আর পুরাবৃত্তি তার সম্বল
সে জন্ম নেয় লোকশ্রুতি থেকে
ঐতিহ্যের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে চলে যায়
এক বিস্মৃতি থেকে অন্য এক কিংবদন্তীতে
আর্ষবাণীকে অনুসরণ করে

নিষ্পাপ স্বাভাবিকতা আর দূরদর্শী অনুভবের
অযাচিত দূরত্বের ভেতর হারিয়ে যায়
ওঙ্কার এবং উত্তরায়ণ
পেছনে থেকে যায়
অরণ্য জনপথ আর প্রান্তর
ঘন্টাধ্বনির সম্মোহিত মুহূর্তে
সে নেমে যায়
অপেক্ষমান সমতলে
কোন্ শাপমুক্তির সন্ধানে
কোন দিকে যায় সে
কোন সমাপ্তির দিকে
আঁকা বাঁকা আসক্তি নিয়ে হারিয়ে যায়
কোন আখ্যানের কেমন সূক্তিতে

দুঃস্বপ্ন গলিয়ে
ঋতুর উত্তেজনায় দোল খেয়ে
দূরান্তের একাকী গানে ভেসে
ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দে হোঁচট খেয়ে
জনারণ্যের কোলাহল দিয়ে
পাথরের ওপর উছলে
বালির সেজ এ লুটিয়ে

তারার আলোর সঙ্কুচিত বৃত্তে
লাফিয়ে যায় ঘাট আর সোপান
দুর্গ আর মন্দিরকে পেছনে রেখে
পর্বতকে ঘিরে ফেলে
চারণভূমির শীতল আগ্রহে
জনবসতির কলুষতাকে ধুয়ে দেয়
স্বস্ত্যয়নের শুদ্ধ পূত সহজতা দিয়ে

আবার কোন বিক্ষিপ্ত ক্ষণে
তুলে নিয়ে প্রলয়ের তরল আয়ুধ
সব নষ্ট ভ্রষ্ট করে দেয় দ্রবীভূত আক্রোশে
পূর্বজদের করুণা আর কৃতিত্ব
শহর আর শ্যামলিমা জীবন আর জয়গান
আবার সমন্বিত করে নেয় নিজেকে
চিনে নেয় পাপপুণ্য প্রায়শ্চিত্ত
দুঃখ দৈন্য দয়া আর দয়াধিকার
মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেয়
তার অন্ধ আশ্রয়
আবার সব সন্তুলিত হয়ে যায়
ধরিত্রীর সবুজ আগ্রহে

বিষাদ আর মৃত্যুর মাঝে
প্রতিশ্রুতি আর পরিণামের মাঝে
সম্ভাবনা আর সাফল্যের মাঝে
বয়ে যায় ভেসে যায় মিশে যায় হারিয়ে যায়
নিরবচ্ছিন্ন থাকে
স্রোত জলরাশি বন্যা আর প্রলয়ের উর্ধ্বে
সীমিত অনুভব নিয়ে
একাকার করে দেয় সার্বজনীন অভিজ্ঞানের সঙ্গে
নৈর্ব্যক্তিক অবচেতনা থেকে আসে
এবং লীন হয়ে যায়
জাতির সার্ব্বভৌম অন্তঃকরণে

# হিরোশিমা

সে এক আশ্চর্য সকাল ছিল
কিছুই আর আগের মত রইল না
সেই দিনটি উদ্ভূত হওয়ার পর

কোন সম্ভাবনার বিভাব আকাশে
বুদ্ধির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
কিংবা সংস্কৃতির জ্বলন্ত সাক্ষর
বিদ্বত্তার আলোক প্রজ্ঞার উত্তাপ
কিংবা অগ্রগতির উজ্বল ইস্তাহার

অথবা এক নারকীয় অদৃষ্ট
যা ভূভাগকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়
দূষিত করে যায় সমস্ত আগামীকাল
নিভিয়ে দেয় জন্মপত্রের শুভ চিহ্ন
মানুষের ভাগ্য শিশুদের হাসি
এবং সময়ের কৃতিত্ব সকল

এক যান্ত্রিক ঈশ্বর এসে
উচ্ছেদ করে যায় সিদ্ধি ও সামর্থ্য
ধ্বংসস্তূপ তলে সমর্পণ করে
সমৃদ্ধি ও সম্পন্নতা
শাপগ্রস্ত করে যায়
ভবিষ্যতের সন্তানদের
বিহ্নিত করে দেয়
এক আত্মাহীন পৃথিবী
ক্ষমতা যেখানে সর্বশক্তিমান
মানুষ যেখানে কেবল
প্রয়োগশালার পরিসংখ্যা
এবং ইতিহাসের পাদটীকা মাত্র

এই একটি দিনান্তে
নিশ্চিহ্ন ও নিঃশেষ হয়ে যায়
কেবল একটি জনপদ নয়
সময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠা
সমগ্র পৃথিবী ও মানবতা

আজকের সভ্যতার বয়স মাত্র চল্লিশ বছর

# কলাহাণ্ডি

মানচিত্রকে এখন আলাদা রেখে দাও
সেখানে যাবার জন্য আর
হেলিকপ্টারের প্রয়োজন নেই
যেখানে অনাহার সেখানেই কলাহাণ্ডি

ইন্দ্র সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল
গাছে আর কিশলয় রইল না
সমস্ত গ্রাম শ্মশান
ফাটা জমি শুকনো নদীর বালি
যোজনা বিফল হয়ে গেল
দারিদ্র্যের সীমারেখা সরে সরে গেল

যেখানেই দেখ কলাহাণ্ডি
পাঁজরের হাড়ে
কোটরগত চোখে
শরীর ঢাকেনা এমন ছেঁড়া কাপড়ে
বন্ধক দেওয়া কাঁসার বাসনে
কুঁড়ে ঘরের নগ্ন ছাতে
দুটি মাটির হাঁড়ির সর্বস্বে

সব জায়গায় কলাহাণ্ডি
অন্নসত্রের কংকাল মেলায়
শিশু নীলাম হওয়া হাটবাজারে
বেশ্যালয়ে বিক্রি হওয়া
কিশোরীর দীর্ঘশ্বাসে
গাঁ মাটি ছেড়ে চলে যাওয়া লোকদের
নীরব অসহায়তাতে

আরও কাছে কলাহাণ্ডিকে দেখ
মিথ্যা বিবৃতি শূণ্যগর্ভ ঘোষণায়

অবিশ্বস্ত বক্তৃতার কুম্ভীরাশ্রুতে
কম্পিউটার কাগজের অতিরঞ্জিত পরিসংখ্যানে
সম্মিলনীর প্রবঞ্চনায় সস্তা সহানুভূতিতে
যোজনার অর্থহীন অন্ধ প্রতিশ্রুতিতে

কলাহাণ্ডি আমাদের অতি নিকটে
আত্মার সাময়িক তাড়নাতে
বিবেকের অকস্মাৎ দংশনে
অন্তঃকরণের ক্বচিৎ অনুশোচনায়
সুখনিদ্রার দুঃস্বপ্নে
রোগে ক্ষুধায় অসহায়তাতে
রক্তপাতের আসন্ন সম্ভাবনাতে

আমরা কিভাবে চলে যেতে পারব
একবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধ নিরাপত্তায়
কলাহাণ্ডিকে পেছনে ফেলে রেখে

## গোপবন্ধু

চকের ওপর এমন শূন্যে তাকিয়ে
কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে
গোপবন্ধু
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
বন্যায় প্রলয়ে দুর্ভিক্ষে দুর্দিনে
কতদিন আর বন্দী হয়ে থাকবে
লোহার বেষ্টনীর ভেতর
জয়ন্তীতে শ্রাদ্ধবার্ষিকীতে
দেহের ওপর জমে থাকা ধূলায়
এলিয়ে পড়া ফুলমালায়

তোমার নতুন বন্দীশালার ভেতর থেকে
গোপবন্ধু
স্বদেশের চিন্তা কর আরেকবার
যত নতুন গর্তগুলি
তৈরী হোল স্বরাজ্য পথে
কে তাকে ভরাট করবে
নিজের মাংস অস্থি দিয়ে
আজকের অন্যায় অত্যাচার সব
অতি সত্য অতি সাংঘাতিক
কে তাকে দেখবে চোখে জল নিয়ে
কে প্রতিবাদ করবে হাতের মুঠি উঠিয়ে

তুমি এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে
ক্লান্ত হয়ে পড়বে গোপবন্ধু
কেউ তোমার জন্য কুর্সি এনে দেবে না
সবাই এখানে নিজের নিজের কুর্সি সামলাতে ব্যস্ত
রাস্তায় লোক চলে যাচ্ছে দেখ
তোমার দিকে না তাকিয়ে

পকেটে খুচরো পয়সা সামলে
গিরিশিখরে কারো দৃষ্টি নেই
সবার চোখ নিজের ওপরে নিবদ্ধ

সব নষ্টভ্রষ্ট হয়ে গেছে
গোপবন্ধু
তোমার তমাল বকুল ও ছুরীঅনার আশ্রম
তোমার সংযম নিষ্ঠা শিক্ষা দীক্ষা নীতি নিয়ম
দেশ ভেসে যাচ্ছে প্রলয়ের দিকে
সত্য বন্দী হয়ে আছে
খবর কাগজের হলুদ পৃষ্ঠায়
আদর্শ হারিয়ে গেছে
স্তূপীকৃত অপসংস্কৃতির তলে
জাতীয়তাকে কবর দেওয়া হয়েছে
জাতি বর্ণ গোষ্ঠীর সংকীর্ণ সীমায়

একাকী দাঁড়িয়ে
কি আর করবে গোপবন্ধু
এবার চকের ওপর থেকে নেমে এসে
আবার ভেঙে পড়
এ দেশের মাটিতে মিশে যাক তোমার দেহ
তোমার পিঠের ওপর দিয়ে চলে যাক দেশবাসী
তোমার আদর্শের স্বরাজ্যের দিকে

## পক্ষী

১

আবর্জনার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে
সূর্যকে আকাশের গহ্বর থেকে
তুলে নেবার ছলনা করে
এবং সগর্বে সকাল হয়েছে
ঘোষণা করে
কপট দম্ভের কর্কশ কণ্ঠে

তারপরে সারাদিন
ছায়ার পিছে পিছে ধেয়ে চলে
মাথায় লাল মুকুট
স্পর্দ্ধার মুখ উর্দ্ধে
এদিকে সেদিকে দর্পের সঙ্গে
পদচারণা করে
যদিও তার দিকে কেউ তাকায়না

কেউ তাকায়না
কেউ শোনেনা
সূর্য নিজের প্রদক্ষিণ শেষ করে
এবার সে স্তূপের তলায় শুয়ে পড়ে
সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত
অহংকারকে ডানার নীচে লুকিয়ে রাখে
আবার সূর্যোদয় পর্যন্ত

২

সবাইকে নীতিবাক্য শোনায়
জ্ঞানালোকের কথা বলে

কিন্তু নিজে আলোতে ধাক্কা খেয়ে
পালিয়ে যায় আঁধারের অশুভ কোণে
ঘন গাছের পাতার আড়ালে
চুপচাপ বসে থাকে সারাদিন
চোখ বুজে দার্শনিকতার ছলনা করে
নিজের অন্ধত্ব লুকোবার জন্যে

কোটরের ভেতর নিস্তব্ধতা
এদিকে ওদিকে কেউ নেই
তবুও ধ্যানমগ্ন ভঙ্গীতে
সামনে তাকিয়ে থাকে
বিচক্ষণ দৃষ্টি সাজিয়ে
সবাইকে আশ্বাসন দেয়
বিজ্ঞের মত মুখ দুলিয়ে

গাছের ওপরে শেষ আলো নিভে গেলে
বিবর থেকে বেরিয়ে আসে
নখ দিয়ে খামচে নেয় সব অন্ধবিশ্বাস
ডাল থেকে ডালে উড়ে উড়ে
তাকে ছিটিয়ে দেয় পৃথিবীর ওপরে
মুঠো মুঠো অন্ধকারের সঙ্গে

# হাতের কাছে

দরজা খুললেই পৃথিবী
সমুদ্র পর্ব্বত অরণ্য সরোবর
চোখ খুললে আকাশ
চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র
পা ফেললে স্বর্গ
অমৃত অপ্সরা আর নন্দনকানন

হাত বাড়ালে সৌহার্দ্য
একটি কটাক্ষে পূর্বরাগ
একটি চিঠিতে প্রেম
সামান্য স্পর্শে আত্মসমর্পণ
চোখ বুজলেই স্বপ্ন
একটি মন্ত্রে মোক্ষ
এক নিঃশ্বাসে নির্বাণ

হাতের পাতায় ভবিতব্য
অঙ্গুষ্ঠে নির্ধারিত
রঙ্গভূমির জীবন ও মৃত্যু
হাত দেখালে রাস্তা বন্ধ
চোখের পলকে ইন্দ্রজাল ছিন্ন
পাশার ঘুঁটি হাত ফসকালেই মহাভারত
বোতাম টিপলে বিশ্বযুদ্ধ
কাগজে একটি চিহ্নে
গণতন্ত্র থেকে একতন্ত্র
দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে
একটি হাতের প্রতীক
একটি দস্তখতে আত্মসমর্পণ
অণুর এককে সারা শহর নিশ্চিহ্ন

হাতের মুঠোয় ভাগ্য ও ভবিতব্য
চোখের সীমান্তে আকাশ
মার হাতে শিশুর হাত
বন্দুকের ওপর আততায়ীর তর্জনী
স্বর্গের তটস্থ চাঁদ
একটি সম্বোধনে
আকাশ থেকে
নেমে আসবে শিশুর কোমল হাতে
অথবা খসে পড়বে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে
আতঙ্কবাদীর একটি গুলিতে

# বালিয়াপাল

কার খেলা কার কাল
বালিয়াপাল বালিয়াপাল

বালিয়াপাল তীর্থস্থল
কুরুক্ষেত্র নয় ধর্মক্ষেত্র
এর ভেতরে প্রবেশের আগে
পা থেকে জুতো খুলে রাখ
অস্ত্রশস্ত্র আলগা করে দাও হাত থেকে
মাথা নুইয়ে এস
জোড়হাতে এস
এই পবিত্র প্রাঙ্গনে

বালিয়াপাল সত্যের পরীক্ষাগার
লোকমতের ঘাটি ন্যায়ের কষ্ঠি
অহিংসার প্রয়োগশালা
বালিয়াপাল অন্তিম সংঘর্ষ
লোকবল আর ক্ষমতার
বৈধতা ও নিরঙ্কুশতার
বর্বরতার ও মানবিকতার

বালিয়াপাল জানেনা
আমেরিকা কোথায় রাশিয়া কি
হিরোশিমা কোথায় আর পোখরন কি
বালিয়াপাল কেবল জানে
খিদে কি দুই মুঠো কত
এখানে চাষী কেবল চেনে
মেঘকে বর্ষাকে মাটির গন্ধকে
গাছকে ফসলকে অনাবৃষ্টিকে পংগপালকে

বালিয়াপাল ভবিষ্যৎকাল
চাষা এখানে সার্বভৌম অধীশ্বর
এখানে অস্ত্র নেই শস্ত্র নেই
সেনাবাহিনী নেই শীতল যুদ্ধ নেই
এখানে কেবল মাটি জল আর গাছ্ লতা
শস্যে সবুজ ধরিত্রী
এবং অদম্য মানুষের সত্তা

এখানে তুমি ধানগাছ্ উপড়ে ফেলে
বন্দুক পুঁতে দিতে পার
সারের বদলে বারুদ ছিটিয়ে দাও
জলের বদলে রক্ত সেচন কর
কিন্তু বালিয়াপালের মাটি থেকে শেষে
ধানই গজাবে ক্ষেপণাস্ত্র নয়

'আহ্নিক' নামের এই বইটিতে ত্রিশটি কবিত সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি জীবনের সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ ও বহুস্তরীয় জটিলতার প্রতি প্রতিক্রিয়া থেকে সম্ভূত। এগুলি আধুনিক কবি-মানসের সেই অন্তর্চেতনার প্রতিফলন য একাকীত্ব, খণ্ডিত অস্তিত্ব এবং অনিশ্চিতির সন্ত্রাসের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে। কবিতাগুলির ভাষা ও বাচনভঙ্গীর তেজস্বিতা লক্ষণীয়।

এই সংকলনের কবিতাগুলি মূল ওড়িয়া থেকে অভিনিবেশ ও অন্তর্দৃষ্টিসহ অনুভূতিশীল বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী মঞ্জুলা চক্রবর্তী।

মূল্য : ৪০ টাকা

ISBN 81-7201-592-5